তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 8 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মমুখি শিক্ষা

তৌকির আহমদ মুরাদ

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। যদিও শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে শুধু ডিগ্রি দেয়, কিন্তু যথার্থ শিক্ষিত বানাতে অসমর্থ। কোনো ব্যক্তির নিজস্ব প্রবণতা, তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যদি তাকে উপযুক্ত শিক্ষা না দেওয়া হয়, তবে সে রাষ্ট্র গঠনের সহায়ক না হয়ে রাষ্ট্রের জন্যে বোঝা হয়ে পড়ে। বিশ্বের উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তাদের পরিকল্পিত এবং কর্মমুখি শিক্ষার বাস্তব কর্মকাণ্ড। যেমন ব্রিটেন, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশ উৎপাদনমুখি বা কর্মমুখি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে আজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। কর্মমুখি শিক্ষার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে আমাদের দেশেও। সমাজের চাহিদা এবং ব্যক্তির ক্ষমতা মিলে শিক্ষাকে বহুমুখি করে তুলতে হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যদি কর্মমুখি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়, তবে তা দেশের জন্য সুদূরপ্রসারী কল্যাণকর ফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে। দেশজোড়া যে বেকার সমস্যা বিরাজমান তাও অনেকাংশে কমে আসবে ও দেশ এগিয়ে যাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে। কাজেই আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মমুখি শিক্ষাব্যবস্থার সম্ভাবনাসমূহ যাচাই করে যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি হাতে নেয়, তবে তা ব্যাপক সাড়া জাগাবে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শেষ কোথায়

মু. মিজানুর রহমান মিজান

সম্প্রতি কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে যার একটি—রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের রিশা নামের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ফুটওভারব্রিজের ওপর এক বখাটে ছুরিকাঘাত করে। মেডিকেলে চারদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হারতে হয় তাকে। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই স্বপ্নভঙ্গ হয় মেয়েটির। এরই কিছুদিনের মাথায় ১৮ সেপ্টেম্বর সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে রিশার মতো মাদারীপুরের নবগ্রাম এলাকায় প্রাণ দিতে হয় নবগ্রাম স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী নিতু মণ্ডলকে। নিতু যেন দ্বিতীয় রিশা। এর আগে চট্টগ্রামে এসপি (সদ্য সাবেক) বাবুল আক্তারের স্ত্রী মিতু, এরও আগে টিউশনি থেকে ফেরার পথে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয় ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী তনু। তনু হত্যার বিচারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন হলেও এখন পর্যন্ত অপরাধী শনাক্ত করতে সক্ষম হয়নি প্রশাসন। মিতু হত্যার খুনি তো দূরের কথা রহস্যের গোলকধাঁধারও উত্তরও মেলাতে পারেনি কেউ। তনু-মিতু হত্যা নিয়ে দেশজুড়ে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল যার সঙ্গে যোগ হয়েছে রাজধানীতে আফসানা ও রিশা এবং মাদারীপুরের নিতু। আমরা আজ কোথায় বাস করছি? কী দোষ ছিল এদের?

বাংলাদেশে প্রতিনিয়তই এরকম ঘটনা ঘটছে যার কিছু কিছু গণমাধ্যমে আসে আর অনেকটাই চাপা পড়ে যায়। কী করলে আমাদের বোনেরা বেঁচে থাকতে পারবে? সাধারণ মানুষ আজ মানবতা, নৈতিকতা, সচেতনতা এবং আদর্শগত বাণী প্রচার করতে করতে এখন ক্লান্ত।

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ